শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৭, ৭ম সংখ্যা, ১ ভাদ্র ১৪২০ (১৮ আগষ্ট ২০১৩) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

ব্যর্থ হয়নি ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান

শুভশ্রী নন্দী

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচার মূল্যই নেই। স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের সার্বিক অধিকার রক্ষা করে বাঁচাও যায় না। তাই স্বাধীনতা সবারই কাম্য। ব্যক্তি মানুষ হতে, পরিবার গোষ্ঠী, সমাজ, দেশ সবারই চাই অতি আবশ্যিক অপরিহার্য প্রার্থিত স্বাধীনতা। নতুবা তার উন্নতিই সম্ভব হয় না।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অসম্ভব আপোষহীন ধারার মহান বিপ্লবী অমর শহীদ বীর ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের দিন এগারই আগষ্ট। ১৯০৮ সালের এই দিনে তাঁর ফাঁসী হয়েছিল। সে দিন এই তরুণ বীর যোদ্ধা স্বদেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য হাসতে হাসতেই, মৃতুকে পায়ের ভৃত্য করে ফাঁসির রজ্জু নির্দ্বিধায় গলায় পরেছিলেন ও আত্মত্যাগের এক অসমান্য নিদর্শন গড়তে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর সেই মহান আত্মত্যাগ ছাত্র-যুব-নাগরিক সম্প্রদায়কে আজও স্বদেশ ভাবনায় অনুপ্রাণিত করে চলেছে, যা ইতিহাস হয়ে আছে। দেশের সব মানুষের কাছেই শহীদের বলিদান মহান আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা। মাত্র উনিশ বছরেই এক মহাজীবনের সমাপ্তি কিন্তু শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। তখন তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। দেশপ্রেমের হাতে খড়ি হয়েছিল দিকপাল সব মহান বিপ্লবীদের নেতৃত্বে। কাজ শুধুই অত্যাচারী স্বাধীনতা হরণকারী ভারতের মহা মূল্যবান সম্পদ লুন্ঠনকারী জোরজুলুম করে নীলচাষ করতে বাধ্য করা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্তরিক লড়াই-ই শুধু নয়, ছিল নানান সমাজ সেবারও কাজ। অসহায় আর্ত পীড়িতদের পাশে দাঁড়ানো।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি সারা দেশে আলোড়ন ফেলে ছিল। পাঞ্জাবে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা Punjabee ৬ মে ১৯০৮-এ লিখেছিল "It shows the depth of intensity of discotent which broutht about by the existing state of things and has converted even the timid, docile westernised Bengali into an anarchist."। অমৃতবাজার পত্রিকায় ১২ আগষ্ট লেখা হয় ‘‘অদ্য ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল-চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমনকি যখন তাহার মাথার উপর টুপিটি টানিয়া দেওয়া হইল, তখনো সে হাসিতেছিল।’’ সঞ্জীবনী পত্রিকা লিখেছিল ‘‘ মঙ্গলবার প্রাতে ৬টার সময় মজঃফরপুর কারাগারে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

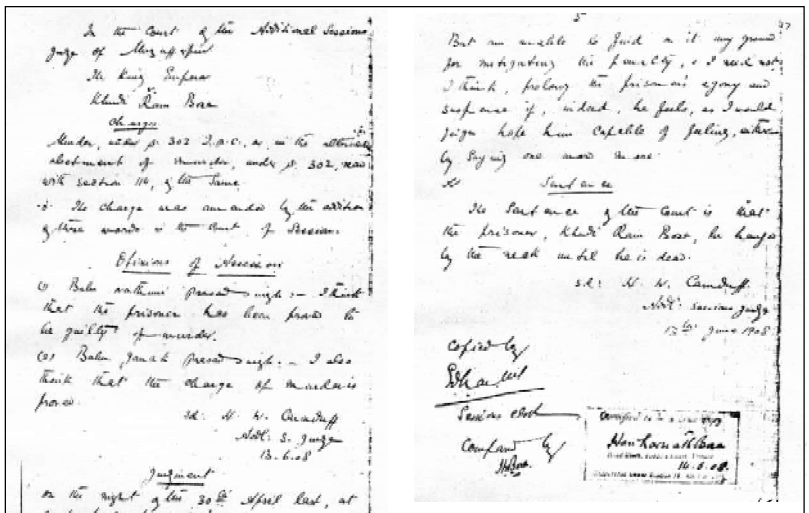

ফাঁসির আদেশের প্রতিলিপির কিছু অংশ

কৃতজ্ঞতা ঃ সারা বাংলা ক্ষুদিরাম শতবার্ষিকী কমিটি প্রকাশিত ‘ক্ষুদিরাম’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

দ্বিতীয় পাতায় ☞

অরন্ধন

শিবনাথ চক্রবর্ত্তী

অরন্ধন কথার অর্থ হল রান্না না করা অর্থাৎ আগের দিন রান্না করে রেখে পরের দিন সকলে মিলে খাওয়া। সেই দিন আগুন না জ্বালানো। সামাজিক রীতি হিসাবে এই প্রথা ধর্মের সঙ্গে মিশে আমাদের বাংলায় চলে আসছে অনেকদিন ধরে। এই অরন্ধনকে গ্রাম্য ভাষায় বলে ‘পান্না’। পান্না বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগের দিন ভাত রান্না করে জল দিয়ে রেখে দেওয়া হয় পরের দিন সেই ভাত খাওয়া হয় সেই জন্য সম্ভবত পান্তা ভাত থেকে ‘পান্না’ কথাটা এসেছে। অরন্ধন হয় গৃহদেবতা বা গ্রাম্যদেবতা বা মনসাদেবীর পুজোকে উপলক্ষ্য করে। অরন্ধনের বিভিন্ন নাম আছে যেমন ‘নাপানে রান্না’, ‘ঝাঁপানে রান্না’, ‘জয়চন্ডীর রান্না’, ‘ষষ্ঠী রান্না’, ‘গাবড়া রান্না’, ‘বুড়ো রান্না’, ‘আশ্বিনে রান্না’ আর ‘ইচ্ছা রান্না’।

নাপানে বা ঝাঁপানে রান্না হয় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে, জয়চন্ডীর রান্না হয় ভাদ্রমাসের তৃতীয় শনিবার, ষষ্ঠী রান্না হয় চাপড়া ষষ্ঠীর দিনে, গাবড়া রান্না হয় বিশ্বকর্মা পুজোর তিনদিন আগে, বুড়ো রান্না হয় বিশ্বকর্মাপুজোর আগের দিন, আশ্বিনে রান্না হয় আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে (এই সময়

দুর্গাপুজা হলেও রান্না হয়) আর ইচ্ছারান্না হয় ভাদ্রমাসের যে কোন শনি অথবা মঙ্গলবার নিজেদের পছন্দমত তারিখে।

এ তো গেলো রান্নার নাম কিন্তু রোজের রান্নার সঙ্গে এই রান্নার তফাৎ আছে। জল দেওয়া বাসি ভাতের সঙ্গে থাকে খেসারির ডাল (বর্তমানে পাওয়া যায় না বলে অনেকে মটর ডাল রান্না করেন), ওলের বড়া, নারকোল (কুরো ও গোটা ভাজা), নানারকমেরর ভাজা যেমন কাঁচকলা, কচু, ওল, আলু, পটল, চিচিঙে, করলা, শশা ইত্যাদি সঙ্গে মাছের ঝাল, চিংড়ি মাছের অম্বল, চালতার চাটনি। কিছু কিছু বাড়িতে আবার এইগুলো ছাড়াও বিশেষ বিশেষ রান্নার নিয়ম আছে যেমন কুমড়ো, লাউ, সজনে, পুঁই শাকের তরকারী তবে গ্রামভেদে তরকারীর রকমও আলাদা আলাদা। চালতা দিয়ে খেসারির ডাল রান্নার চলও এখনও প্রচলিত আছে। কোন কোন জায়গায় চালকুমড়ো ও নারকেল কুরো একসঙ্গে ভাজা, বাঁধাকপির তরকারী, কুমড়ো-নারকোল-ছোলার তরকারী রান্না হয় সেই সঙ্গে অনেক বাড়িতে পায়েস রান্নারও চল আছে।

অরন্ধনের রান্নার নিয়ম হল মাটির হাঁড়িতে মাটির উনুনে কাঠের জ্বাল দিয়ে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে শুদ্ধাচারে রান্না করা কারণ এর সঙ্গে দেবদেবীর পুজো জড়িত। রান্না শুরু হয় অনেকেক্ষেত্রে বিকালে বা সন্ধ্যাবেলায়, গৃহদেবতাকে সন্ধ্যাবেলা ধূপ-দীপ দেখিয়ে শাঁখ বাজিয়ে। যাঁরা জয়চন্ডীর ভক্ত তাঁরা জয়চন্ডীর পুজো শেষ হলে তবেই রান্না শুরু করেন।

রান্না হয়েগেলে মনসা ও গৃহদেবতার জন্য রান্না করা খাবার আগে তুলে রেখে দিয়ে তবে সেই রান্না সকলে একত্রে খাবার নিয়ম।

অরন্ধনের সঙ্গে নিত্যদিনের রান্নার তফাৎ হল এই এটি রীতিমতো এক উৎসব এবং যার যেমন সামর্থ্য সেইমত রান্না করে শুধু নিজেরাই খাওয়া তা নয়, ‘অতিথি দেবো ভব’ নিয়ম মেনে আত্মীয়বন্ধু ও আপ্যায়িতদের খাওয়ানোর রীতিও চালু আছে।

‘শিক্ষা আনে চেতনা’

সম্পাদকীয়

৬৬ তম স্বাধীনতা বর্ষ উদযাপন করছে সারা দেশ। স্বাধীনতাতো এসেছে এত বছর হলো কিন্তু দেশের প্রাপ্তির ভাঁড়ার কি ভরেছে? সংবিধানে যে বলা আছে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা সেগুলির সারা দেশে কি বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে? এ প্রশ্ন উঠছে এ কারণে যে সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে এদেশের অর্ধেক মানুষ আজও দু’বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, মাথার উপর আচ্ছাদন নেই, বাচ্ছাদের স্কুলে পড়ানো তাদের কাছে স্বপ্ন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে নানা ধরণের উন্নয়ণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এত বছরে কিন্তু তার সুফল মিলেছে কতটুকু। দেশে নারী সুরক্ষা ও শিশুশ্রম রোধে আইন হয়েছে, ঐ পর্যন্তই। বাস্তব বলে নারীসুরক্ষার কথা বলা এদেশে হাস্যকর এবং শিশুশ্রম প্রথা ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান।

স্বাধীন দেশের সংসদে মানুষ দেখেছে সাংসদকে টাকার বান্ডিল ছুঁড়তে, ওয়েলে নেমে স্পীকারকে অপমান করতে এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক রীতিতে যা অকল্পনীয়। দুর্নীতিতে ভরে গেছে দেশ বহু নেতা মন্ত্রী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত এবং দুর্নীতি এক আধ লক্ষ টাকার নয় হাজার হাজার কোটির যা দেশের জনগণেরই টাকা। বিপুল পরিমাণ কালো টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়েছে। এসবের অভিঘাত পড়েছে দেশের অর্থনীতিতে, দুর্বল হয়েছে অর্থনীতির বুনিয়াদ, থমকে গেছে উন্নয়ণের পরিকল্পনা। এখন সবচেয়ে বড় অভাব একদল সৎ কর্মঠ নেতার যাঁরা দেশকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

‘জেলার খবর সমীক্ষা’র গ্রাহক হন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪৫ টাকা

লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে। পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।

যোগাযোগ করুন — সম্পাদকীয় দপ্তরে

গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।

ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

মডার্ন ডিজিটাল স্টুডিও এ্যান্ড জেরক্স সেন্টার

প্রো ঃ বিমল দলুই

জয়পুর মোড় (থানার নিকট) হাওড়া। ফোন-৯৭৭৫১৩০৩২০

এখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি, স্টীল ফটোগ্রাফি, মিক্সিং ও জেরক্স করা হয়।

৫ মিনিটে পাসপোর্ট ছবি পাওয়া যায়।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ব্যাক্টো ক্লিনিক এন্ড ল্যাবরেটরী

এখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফী, রক্ত, মল, মূত্র, কফ অতিযত্ন সহকারে পরীক্ষার সুব্যবস্থা আছে। ই.সি.জি. করা হয় এবং কোলকাতা থেকে থাইরয়েড পরীক্ষা করানো হয়।

অমরাগড়ী (অমরাগড়ী বি.বি.ধর হসপিটালের সামনে), জয়পুর, হাওড়া-৭১১৪০১

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা

ছড়ার মধ্যে জমা।

— অলোককুমার সেবক তাঁহার

বালবিধববা মেয়েটি যবে
স্বামীর খোঁজ করে
বাবা বলে - গোবিন্দ বর
আছেন ঐ ঘরে।
ছোট্ট মেয়ে কেঁদে বলে
বল তুমি কোথায়
গোবিন্দজি এসে বলেন
এই তো আমি হেথায়।
ভালোর সাথে মন্দও চাই
দুনিয়ার এই বিধি
দুষ্ট প্রজা সামলাতে চাই
দুষ্ট প্রতিনিধি।
নকল আসল মিশিয়ে আছে
নকলটিকে ছাড়ো
গোলমালেতে মালটি আছে
মালটি চেপে ধরো।
পুরুষেরা দুর্বল
মেয়েদের ছলে
বড়বাবু দেবে কাজ
যদি, গোলাপী তা বলে।
কলঙ্ক এড়াতে হলে
ঘটি মাজবে রোজ
পবিত্র থাকতে হলে
সাধুসঙ্গ খোঁজ।
ঘন্টার টং শব্দ
কমে ধীরে ধীরে
সৃষ্টি স্থিতি নাশ
আসে পরে পরে।

রত্ন আছে তোমার ঘরেই
সিন্দুকটা খোলো
ভাবলে মনে চলবে না কো
আসল কাজটা করো।
সময়েতে সব হয়
অসময়ে নয়
মামড়ি ছিঁড়লে ঘায়ের
রক্তক্ষয় হয়।
উপলব্ধি এমনই বস্তু
বোঝাবার নয়
ঘি-এর স্বাদটি জানা
ঘি খেলেই হয়।
আলোর ঘুটির মাঝে
মাছ কাঁকড়া আসে
অবতারের মাঝে তেমন
ঈশ্বর এসে বসে।
ঘুষকী সে থাকে ঘরে
মন উপপতিতে
ঈশ্বর মন রেখে
থাকো সংসারেতে।
মন্ত্রে থাকিলে বিশ্বাস
সিদ্ধি লাভ হয়
রামনামে খেসুড়ে
গঙ্গা পার হয়।

ক্রমশ

(প্রথম পাতার পর)

ব্যর্থ হয়নি ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান

শুভশ্রী নন্দী

..... মঙ্গলবার কলিকাতার বহু সংখ্যক যুবক ও বালক ক্ষুদিরামের ফাঁসি হওয়াতে নগ্নপদে স্কুল ও কলেজে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি ও জেনারেল এসেম্বিলি কলেজের অধিকাংশ ছাত্র শোক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কলেজে গিয়াছিল। হিন্দু স্কুলের বহু ছাত্র নগ্নপদে স্কুলে গমন করাতে শিক্ষকগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। যুবকদের অনেকে সে দিন নিরামিষ আহার করিয়াছিলেন। যুবক বৃদ্ধ বালকদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুদিরামের জন্য খেদ প্রকাশ করিতেছেন।

দেশের মানুষের কাছে ক্ষুদিরামের আত্মদানের তাৎপর্য্য ব্যাক্ষা করে চারণকবি গেয়েছিলেন —

‘‘ক্ষুদি তোমার পায়ে নমস্কার
তোমার কান্ড দেখে ভন্ডেরা সব
করছে ভয়ে হাহাকার।।
রাজার জাতির বুটের লাথি
পড়ছে মাথায় দিবা রাতি,
তুমি ভাঙলে সে ভুল জীবন দিয়ে
দেশের লোকের সবাকার।।’’

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বেদনাহত হৃদয়ে ছুটে গিয়েছেন গন্ডক নদীর তীরে, একবার নয় যতবার তিনি মজঃফরপুর গেছেন

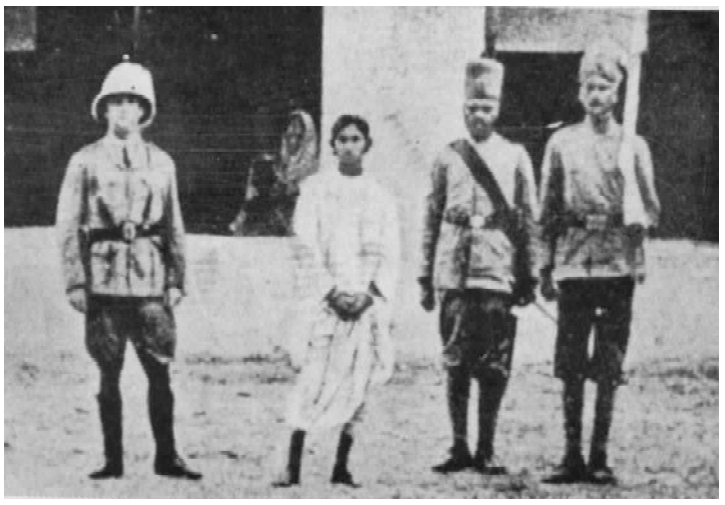

গ্রেপ্তারের পর ক্ষুদিরাম

ততবারই তিনি ক্ষুদিরামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াস্থলে গিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকেছেন ঘন্টার পর ঘন্টা কারণ সেই মাটিতে মিশে রয়েছে অমর শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মাহুতির স্পর্শ।

আর নজরুল তাঁর গভীর আকুতি জানিয়ে লিখেছিলেন ‘ক্ষুদিরামের মা’। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৪৯ সালের ২রা এপ্রিল বিহার রাজ্য কংগ্রেসের রাজনৈতিক অধিবেশনে উদ্বোধন করতে এসে ক্ষুদিরামের মূর্তির জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অসম্মত হন এই কারণে যে ক্ষুদিরাম একজন সশস্ত্র বিপ্লবী। অবশ্য সারা দেশ জুড়ে এই নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

২০১৩'র ১জানুয়ারী সংখ্যা থেকে 'জেলার খবর সমীক্ষা' পত্রিকায় ছোটদের জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ শুরু হয়েছে। এই বিভাগটির উদ্দেশ্য ছোটদের ভাবনাকে প্রকাশ করা, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। অনেক নামি দামি পত্রিকাতেই ছোটোদের পাতা আছে। তাতে ছোটদের আঁকা, লেখাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে জেলার খবর সমীক্ষা পত্রিকার 'ছোটদের পাতা'র পার্থক্য আছে। পত্রিকার এই বিভাগটি ছোটদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। ছোটরাই বিষয়বস্তু ঠিক করবে, তথ্য ও খবর সংগ্রহ করবে। সেই সব তথ্য খবরকে বিষয় করে তারাই রূপ দেবে 'ছোটদের পাতা'কে। ছোটদের পাতা'য় কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে তার সেরা বাছাইয়ের দায়িত্বও ক্ষুদে বিচারকদের।

তোমরা যারা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে চাও তারা শীঘ্রই যোগাযোগ কর। তাছাড়া, কেমন লেখা পড়তে চাও, কি বিষয়ে জানতে চাও এসবও লিখে জানাতে পারো।

১৫ অগাষ্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস, খুব আনন্দের দিন। ১৬ অগাষ্ট দিনটাও কিন্তু একটা মজার দিন। কেন জানো? এই দিনটা হ'ল 'একটা জোকস্ বলার দিন।' বেশ মজার না! তাই তোমাদের পাতায় তোমাদের জন্য রইল চার চারজন মজার মানুষের মজার মজার সব কথা। এঁরা প্রত্যেকেই জলজ্যান্ত মানুষ ছিলেন। কিন্তু এদের কাণ্ডকারখানা কিংবদন্তি হয়ে গেছে। আশাকরি তোমাদের খুব ভালোই লাগবে এঁদের সম্বন্ধে জেনে আর এঁদের মজার কাণ্ড শুনে।

মোল্লা নাসিরুদ্দীন

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান তুর্কি দেশের অন্তর্গত, তৎকালীন সেলজুক সলত্নতের আকসের নামক স্থানে মোল্লা নাসিরুদ্দীন বাস করতেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ঐ দেশেরই হোর্তু গ্রামে। তাঁর জ্ঞানের এবং মজার কথায় মানুষ আনন্দ পেত। আজও গল্পের আকারে সেগুলি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে চলেছে। প্রতি বছর আকসের শহরে ৫ থেকে ১০ জুলাই 'আন্তর্জাতিক নাসিরুদ্দীন হোজা ফেস্টিভ্যাল' অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর গল্পের যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে সেটি ১৫৭১ সালের। নাসিরুদ্দীনের গল্পগুলিতে যেমন আছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী মজা তেমনই শিশুর সারল্য। নীচের গল্পটিতে এই সব দিকই স্পষ্ট।

●

একদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ক্লান্ত মোল্লা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা জাম গাছের নীচে বসে। বসে থাকতে থাকতে সামনেই একটা কুমড়ো মাচায় গাছ থেকে বড় আকারের কুমড়ো ঝুলতে দেখে তিনি ভাবলেন আল্লা কেন এমন কাজ করলেন? এতবড় শক্তপোক্ত গাছে ছোট ছোট জাম ফলাচ্ছেন আর ঐ শীর্ণ কুমড়ো গাছে এত্ত বড় কুমড়ো! ঠিক সেই সময় একটা জাম টুপ করে খসে পড়ল মোল্লার মাথায়। মোল্লা সঙ্গে সঙ্গে আল্লার বিবেচনার তারিফ জানিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন —

'তোমার জন্যই আমার মাথাটা বেঁচে গেল। এবার বুঝলাম কেন জামগুলো ছোট বানিয়েছ, কুমড়োর মত নয়।'

বীরবল

সম্রাট আকবরের রাজসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বীরবল ছিলেন সম্রাটের এক প্রিয় সঙ্গী। তাঁর প্রকৃত নাম মহেশ দাস। ১৫২৮ সালে বর্তমান উত্তর প্রদেশের কল্পি গ্রামে বীরবল জন্মেছিলেন। তিনি হিন্দি, সংস্কৃত এবং ফার্শি ভাষা জানচেন, কবিতা লিখতে ও গান গাইতে পারতেন। প্রখর বুদ্ধির জন্য সম্রাট আকবর তাঁর নাম রাখেন বীরবল এবং তাঁকে রাজা উপাধি দেন। আকব র ও বীরবলকে নিয়ে প্রচুর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আজও বীরবলের কাহিনি সমান জনপ্রিয়। সম্রাট আকবর পরবর্তীকালে বীরবলের ওপর সেনা পরিটালনার দায়িত্বও দিয়েছিলেন। সেইমত ১৫৮৬ সালে সাবত উপত্যকার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বিদ্রোহীদের হাতে তিনি প্রাণ হারান।

●

একদিন সম্রাট আকবর তাঁর দুই ছেলে এবং বীরবলকে নিয়ে যমুনার তীরে বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ তাঁর নদীতে স্নান করতে ইচ্ছা করল। তিনি পোষাক খুলে বীরবলের কাঁধে রেখে জলে নামলেন, তাঁর দেখাদেখি ছেলেরাও তাই করল। আকবর জল থেকে বীরবলকে ঠাট্টা করে বললেন —

'তোমায় দেখে মনে হচ্ছে ধোপার গাধার বোঝা বইছ।'

ভাবলেন বীরবলকে বেশ জব্দ করলেন কিন্তু বীরবলও যুৎসই জবাব দিলেন —

'ধোপার গাধা তো একটা গাধার বোঝা বয়। আমি তিন তিনটে গাধার বেঝা বইছি।'

সম্রাট আকবর বীরবলকে গাধা বানাতে গিয়ে নিজেই তার কাছে গাধা বনে গেলেন।

তেনালি রামন

তেনালি রামকৃষ্ণন বা তোনালি রামা ছিলেন তেলুগু সাহিত্যের আটজন আদি কবির একজন। তিনি বিজয়নগর রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের বিদূষক ছিলেন। তাঁকে নিয়েও প্রচুর কাহিনি প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে একই নামের এক রাজকবি এবং রাজ বিদূষককে নিয়ে বিরোধ রয়েছে। কারো মতে তাঁরা দুই পৃথক ব্যক্তি আবার কেউ বলছেন দ'জনে একই বক্তি। তেনালি রামের কাহিনিও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালি নামক স্থানের নিয়োগী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন বলে তিনি হাম্পির রাজসভায় তেনালির ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হন। তা থেকেই ক্রমে তাঁর নাম তেনালি হয়ে যায় এবং এই নামেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন।

●

একদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ক্লান্ত মোল্লা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা জাম গাছের নীচে বসে। বসে থাকতে থাকতে সামনেই একটা কুমড়ো মাচায় গাছ থেকে বড় আকারের কুমড়ো ঝুলতে দেখে তিনি ভাবলেন আল্লা কেন এমন কাজ করলেন? এতবড় শক্তপোক্ত গাছে ছোট ছোট জাম ফলাচ্ছেন আর ঐ শীর্ণ কুমড়ো গাছে এত্ত বড় কুমড়ো! ঠিক সেই সময় একটা জাম টুপ করে খসে পড়ল মোল্লার মাথায়। মোল্লা সঙ্গে সঙ্গে আল্লার বিবেচনার তারিফ জানিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন —

'তোমার জন্যই আমার মাথাটা বেঁচে গেল। এবার বুঝলাম কেন জামগুলো ছোট বানিয়েছ, কুমড়োর মত নয়।'

গোপাল ভাঁড়

গোপাল ভড় বা গোপাল ভাঁড় ছিলেন অষ্টাদশ শতকে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিদূষক। নদীয়ার রাজবাড়িতে গোপাল ভাঁড়ের মূর্তি রয়েছে। গোপালকে নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে। অনুমান গোপালের পদবি ছিল ভড়। তা থেকেই ভাঁড় শব্দটির উৎপত্তি মনে করা হয়। অবশ্য মোটা দাগের মশকরা বা ঠাট্টা যে করে তাকে বাংলা ভাষায় ভাঁড় বলে। সেদিক থেকে গোপালের নামের সঙ্গে ভাঁড় কথাটি জুড়ে গিয়ে থাকবে। গোপালকে নিয়ে প্রচলিত গল্পগুলিতে তার বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধির সঙ্গে দুষ্ট বা দূর্জনকে শায়েস্তা করার ঘটনাও দেখতে পাওয়া যায়। বহু মানুষকে নিজের বুদ্ধি বলে ন্যায় বিচার পাইয়ে দিয়েছেন।

●

একদিন দিল্লীর নবাব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আদেশ দেন গোটা পৃথিবীটাকে মেপে আর আকাশের তারা গুণে দিতে। রাজা জানালেন এ অসম্ভব কাজ। নবাব বললেন কাজ না হলে তিনি রাজাকে শাস্তি দেবেন। অগত্যা রাজাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল গোপাল ভাঁড়। পনেরোটা বলদে টানা গাড়িতে পর্বত প্রমাণ মিহি সুতোর স্তূপ আর পাঁচটা হৃষ্টপুষ্ট লোমশ ভেড়া নিয়ে নবাবের দরবারে গিয়ে গোপাল কুর্নিশ জানালো — 'জাঁহাপনা, প্রথম সাতটা বলদের গাড়িতে যত সুতো আছে, পৃথিবী ততটা চওড়া। আর পরের আটটার সুতো পৃথিবীর লম্বার মাপ। পাঁচটা ভেড়ার গায়ে যত লোম আকাশে ঠিক তত তারা। আপনি মেপে আর গুনে নিন।'

তুমিও লিখতে পারো ছোটদের পাতাতে। তোমাদের কবিতা গল্প আঁকায় ভরে উঠবে 'ছোটদের পাতা'। আর নিয়মিত এই কাগজটা সংগ্রহ করতে চাইলে আজই 'জেলার খবর সমীক্ষা'-র বার্ষিক গ্রাহক হয়ে যাও। বছরে মোট ২৪টি সংখ্যার জন্য তোমাকে দিতে হবে এককালীন ৪৫ টাকা। আর না হলে প্রতিটি সংখ্যা দু'টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারো। তোমার লেখা ও গ্রাহক হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

ঃ হাসি মজার গল্প, মোটেই নয় অল্প ঃ

■ দিল্লীর কানমলা ঃ

গ্রাম থেকে দিনকয়েকের জন্য দিল্লী গিয়েছিল একটি ছেলে। গ্রামে ফিরে সে দিল্লী শহরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অমন চমৎকার শহর আর হয় না।

একদিন চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। ছেলেটির বাবা বলল — কী চমৎকার চাঁদ।

ছেলে আপত্তি করে বলল — এ আর কী চাঁদ। দিল্লীর আকাশে এর থেকেও চমৎকার চাঁদ ওঠে।

বাবা রেগে গিয়ে ছেলের কান মলে বলল — ওরে গাধা, এখানের চাঁদ আর দিল্লীর চাঁদ কি আলাদা? একই চাঁদ।

কান জ্বলছে, চোখে জল এসে গেছে, তবু ছেলেটি বলল — এ আর কি কানমলা? এর চেয়ে দিল্লীর কানমলার জোর ঢের বেশী।

■ জলের ওপর হাঁটা ঃ

এক সাধু নদীতীরে ধ্যান করছিলেন। তাই দেখে আর এক সাধু নিজের জপতপে কি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা হয়েছে তা দেখিয়ে ঐ সাধুকে চমকে দেবার জন্য জলের ওপর দিয়ে হেঁটে তার কাছে এলেন।

প্রথম সাধুটি চুপচাপ বসে রইলেন দেখে দ্বিতীয় সাধুটি বললেন — দেখলে! কি কাণ্ডটা করে দেখালাম!

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখলাম জল দিয়ে হেঁটে নদী পেরোলে। কোথায় শিখলে গো এ বিদ্যে?

— হিমালয়ের পাদদেশে বারো বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে যোগাভ্যাস ও তপস্যা করেছি। সপ্তাহে একদিন খেতাম। এত করে এ ক্ষমতা আয়ত্ত করেছি।

— সত্যি? এর জন্যে এত করতে গেলে কেন? আমাদের খেয়াঘাটের মাঝি, দু পয়সা দিলে যে কোনো দিন তোমাকে নদী পার করে দেবে।

■ মশা তাড়াবার মন্ত্র ঃ

ঘরে সাংঘাতিক মশার উৎপাতে এক ভদ্রলোক অস্থির। তিনি খবর পেলেন যে পাশের গ্রামে এক মশা তাড়ানো পণ্ডিত এসেছেন। তিনি একখানা কাগজে কী সব মন্ত্রটন্ত্র লিখে দেন, কাগজখানা ঘরে জায়গামতো টাঙিয়ে রাখলে আর মশার কামড় খেতে হয় না।

ভদ্রলোক সেই পণ্ডিতের কাছে গেলেন। নগদ পয়সা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রটন্ত্র লেখা একখানা কাগজ কিনে নিলেন। ঘরে এসে একটা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। কিন্তু কোথায় কী! মশার কামড় থেকে নিস্তার মিলল না।

বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক পরদিন আবার গেলেন পণ্ডিতের কাছে। বললেন — কই, কিছুই তো হল না।

পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে বললেন — নির্ঘাত কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে। চলুন তো, আপনার বাড়িতে গিয়ে নিজের চোখে দেখি।

ঘরে ঢুকে পণ্ডিত দেয়ালে টাঙানো মন্ত্রটন্ত্র লেখা কাগজখানার দিকে তাকালেন। বললেন — যা ভেবেছি ঠিক তাই। মশা তো আপনাকে কামড়াবেই। কাগজখানা যে জায়গা মতো টাঙানো হয়নি।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন — কোথায় টাঙাব?

পণ্ডিত জবাব দিলেন — আগে ভালো করে মশারি টাঙাবেন। তারপর মশারির ভেতর কাগজখানা টাঙাবেন।

■ সাবধানী খদ্দের ঃ

নতুন দোকান দেখে একজন খদ্দের ঢুকতে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন হিতৈষী ভদ্রলোক তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন — এই দোকানদার সব কিছুর ডবল দাম বলে। সাবধানে দর দাম করে কিনবেন, না হলে ঠকবেন।

এই শুনে সাবধান হয়ে খদ্দেরটি দোকনে ঢুকলেন। একটা পুতুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — এটার দাম কত?

দোকানদার বললেন — দশ টাকা।

সাবধানী খদ্দের বললেন — পাঁচ টাকা।

দোকানদার চুপ করে রইলেন।

তারপর খদ্দের জিজ্ঞাসা করলেন — এই বইখানার কত দাম?

দোকানদার বললেন — ষোলো টাকা।

সাবধানী খদ্দের বললেন — আট টাকা।

অনেক রকম জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করলেন খদ্দেরটি, দোকানদারের মুখে দাম শুনে সাবধানী খদ্দের সঙ্গে-সঙ্গে অর্ধেক দাম বললেন। কিছুতেই ঠকবেন না।

দোকানদার শেষ পর্যন্ত বললেন — বুঝেছি, আপনি কিছুই কিনবেন না। কিন্তু নতুন দোকান খুলেছি, আপনাকে শুধু হাতে ফেরাব না। আপনাকে দুখানা সিল্কের রুমাল উপহার দিচ্ছি।

সাবধানী খদ্দের ঘাড় নেড়ে বললেন — না, দুখানা নয়, একখানা।

বিষয় রথ কুইজের উত্তর ঃ

(১).গুণ্ডিচা মন্দিরে, (২). জগন্নাথের নন্দীঘোষ, বলরামের তালধ্বজ এবং সুভদ্রার দর্পদলন, (৩). আঠারোটি, (৪). বার বছর অন্তর, (৫). রাধারানী, (৬).জাগারনট (juggernaut), (৭). চেরা পহারা, (৮). বলরামের রথে রাম ও কৃষ্ণের মূর্তি থাকে, (৯). আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে , (১০). পাহাণ্ডি বীজে।

উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে দেবার্ঘ্য রায়। এই সংখ্যার বিজয়ী সে। এই সংখ্যা এবং পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির বিজয়ীদের পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হবে।

কুইজ

বিষয় হাসি মজা

পুরো অগাষ্ট মাসটাই স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ঘটনা জড়িয়ে আছে। তাই অগাষ্ট মানেই শ্রদ্ধার আর স্মরণের মাস। গত সংখ্যাতেই আমরা স্বাধীনতাকে বিষয় করেছিলাম তাই এই সংখ্যায় আমরা স্বাধীনতার আনন্দে হাসি মজাকেই বিষয় করলাম। আশাকরি তোমাদের ভালো লাগবে।

১ চার্লি চ্যাপলিন নামটা শুনলেই মনটা খুশিতে ভরে যায়। ভারি মজার মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর পুরো নাম কি ছিল?

২ রাজা বীরবল নামটি বাদশাহ আকবর তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার জন্য। তাঁর প্রকৃত নাম কি ছিল?

৩ সুকুমার রায় তাঁর বন্ধুদের নিয়ে একটি ক্লাব করেছিলেন যেখানে হাসি মজা হত। প্রতি সোমবারে বসত আর খাওয়া দাওয়া হত বলে এই ক্লাবের একটি মজার নাম ছিল। সেটি কি?

৪ মজার মানুষ ডমরুধর ছিলেন গালগল্পের ওস্তাদ লোক। কে এই ডমরুধর চরিত্রটির স্রষ্টা?

৫ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মজার চরিত্র জটায়ু। সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট এই চরিত্রটির প্রকৃত নাম কি?

৬ 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্বডিম্ব' এই মজার গানটি গেয়েছেন কিশোর কুমার। গানটির সুরকার কে?

৭ 'এক যে আছে মজার দেশ সবরকমে ভালো, রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো' এই মজার কবিতাটি কার লেখা?

৮ বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টে'র মতো মজাদার সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কে?

৯ উইলিয়াম হানা আর জোসেফ বারবারা মিলে এমন এক মজার জুটি তৈরী করেছেন যাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ছোটবড় সকলে হেসে লুটোপাটি খেয়ে যায়। কি সেই জুটি ?

১০ নীচের ছবিটি আর এক মজার জুটির। এরা একসাথে বহু মজার ছবিতে অভিনয় করেছেন। এঁরা কি নামে পরিচিত?

কুইজ প্রতিমাসের ১তারিখের সংখ্যার কুইজের উত্তর থাকবে পরের মাসের ১তারিখের সংখ্যায় তেমনি প্রতিমাসের ১৫তারিখের সংখ্যার কুইজের উত্তর থাকবে পরের মাসের ১৫ তারিখের সংখ্যায়। এই সময়ের মধ্যে তোমরা কুইজের উত্তর পাঠাও। প্রতিসংখ্যার একজন করে সঠিক উত্তরদাতা পুরস্কার পাবে। তাই আর দেরি না করে ঠিক উত্তর লিখে তোমার নাম ঠিকানা বয়স শ্রেণী এবং ফোন নম্বর দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দাও। ই-মেলেও যোগাযোগ করতে পারো এই ঠিকানায় — jaharchatterjee1969@gmail.com

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী
দ্বিতীয় পর্ব

আমার বিদেশ ভ্রমণ

মঞ্জুলা মন্ডল

আমরা কলকাতা থেকে রয়্যাল জর্ডন এয়ারলাইন্স-এ করে আম্মান হয়ে নিউইয়র্ক গেলাম। মাঝে আমস্টার্ডাম-এ এক ঘন্টার জন্য প্লেন থেমেছিল। আম্মান-এর Local time ছিল রাত ৮টা, ওদের সময় আমাদের থেকে আড়াই ঘন্টা কম। তাই কলকাতা থেকে ওখানে পৌঁছাতে সাড়ে সাত ঘন্টা লাগল।

রয়্যাল জর্ডন এয়ারলাইন্স খুবই ভালছিল। জানিনা এখনকার হাল কেমন। এছাড়া ভাড়াও কম ছিল। ওখানে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাওয়ায় রাতটা ওরাই আমাদের বড়ো হোটেলে রেখেছিল নিজেদের খরচে। ট্রান্সমিট প্যাসেঞ্জারদের জন্য ওখানে আলাদা ভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ব্যুফের ব্যাবস্থা, যার যা ইচ্ছা খাও, অপর্যাপ্ত খাওয়ার ব্যবস্থা। ফলের রস, দুধ, চা, কফি, পাউরুটি, রুটি, তরকারি, পটাটো চিপস্, পটাটো ফিঙ্গার চিপস্, ডিম সিদ্ধ, ইত্যাদি। ইচ্ছা মতো খাও। আম্মান থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় ইন্টারন্যাশানাল ফ্লাইট ছাড়ল। হোটেল থেকে ওদেরই এয়ারবাসে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল। দিনে যাত্রা শুরু করে দিনে দিনেই ১৯ ঘন্টা পার করে নিউইয়র্ক পৌঁছলাম। তখন ওখানকার লোকাল টাইম বিকাল সাড়ে চারটে। অন্য ফ্লাইট এর জন্য আবার অপেক্ষা। একটা মজার ঘটনা বলছি -- আমাদের জানা ছিলনা কতটা ঠান্ডা ওখানে তাই একটা হালকা পুরীর তসরের চাদর গায়ে দিয়েছিলাম। এতো কনকনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল ঐ চাদরের পক্ষে ঠান্ডা আটকানো সম্ভব ছিল না। তাও যদিবা কোনওরকমে সম্ভব করেছিলাম, দুঃখের বিষয় চাদর ভাল করে জড়াতে গিয়ে মাঝখান

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর সামনে আমরা

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে

থেকে ছিঁড়ে দু'আধখানা হয়ে গেল। জানিনা পচা ছিল কিনা। ওয়েটিং এর জায়গায় আমার সামনের সিটে দু'জন আমেরিকান ভদ্রলোক বিশাল বপু নিয়ে বসেছিলেন। ওনারা দেখেছেন কিনা ভেবে লজ্জা পাচ্ছিলাম। আমার কর্ত্তা ওদের পাশে ছোট্ট বিন্দু হয়ে বসেছিলেন। বেশ মজাদার লাগছিল। এদিকে আমাদের এয়ারলাইন্স এ প্রচুর খাবার দেওয়ার জন্য পেট ভর্তি থাকায় শেষের খাবারটা আমরা খাইনি। তাছাড়া ঘুমিয়েও পড়েছিলাম, ওরাও ডাকেনি। লাস্ট খাওয়াটা ভাগ্যে না জোটায় বেশ দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছিল। যেখানে আমরা ওয়েট করছিলাম সেখানে কিনে খাওয়ার মতো অনেক খাবার ছিল, পেটে প্রচন্ড খিদেও ছিল কিন্তু বড়ো অঙ্কের ডলার নোট ভাঙাতে হবে বলে আমরা আর খাইনি। তারপর টি.ডব্লু ফ্লাইটে রাত ১০টায় বোস্টন পৌঁছলাম। ছোট ফ্লাইট বলে ওতে কোনও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। এমন কি কোল্ড ড্রিঙ্কসও নয়। হয়তো ছোট স্ন্যাক্স এর প্যাকেট দিয়ে থাকতে পারে ঠিক মনে নেই। ঐ প্লেনটা এতোই ছোট্ট মাত্র ১৫/১৬ জন লোক ধরে। একেবারে শহরের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে নেচে নেচে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল পড়ে যাবে না তো? তখন মেঘের অনেক নীচে থাকায় শহরটা পরিষ্কার দেখছিলাম। উঁচু উঁচু আকাশচুম্বি বাড়ীতে ভর্তি। চারিদিকে আলোর মালা দেখতে দেখতে গেলাম। এক জায়গায় নীচের দিকে এয়ারপকেট থাকায় যেন ঝপ করে নেমে গেলাম। ভয় পেলাম। আবার ঠিক হয়ে গেল। বস্টন এয়ারপোর্টে অনির্বাণ ও ওর বন্ধু জয়ন্ত নিতে এসেছিল। ৩৫ মাইল - ড্রাইভ করে আমরা তুলুর (ডাকনাম) ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম। খুবই টায়ার্ড ছিলাম, জয়ন্ত তিনদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল তাই প্রথম দু'দিন বেড়ালাম। Main এ গিয়ে ওখানে এদিক ওদিক বেড়িয়েছিলাম। নদীর মোহনায় গিয়েছিলাম যেখানে জোয়ার ভাঁটা খেলে। ওখানে সুন্দরবনের মতো জলাভূমির গাছ গাছড়া আছে। বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে ওখানেই দুপুরে একটা দোকানে খেয়ে নিলাম। সামান্য রিচ হলেও খাবারগুলো খুব সুস্বাদু ছিল। যত্ন করে ভদ্রমহিলা খাওয়ালেন। ধনেপাতা দেওয়া ছোলার ডাল বড় বাটির এক বাটি ফ্রি খেতে দিলেন। ওখানে সাড়ে আটটা ন'টাতেও দিনের আলো অল্প অল্প থাকে। সূর্যদেব অনেক দেরীতেই অস্তগমন করেন। তারপর থেকে ঠান্ডা লেগে বুক প্রচন্ড ব্যথা হওয়ার জন্য বাড়ীতেই রেস্ট এ ছিলাম। মে মাসের শেষে ওখানে ডিসেম্বর-এর মতো ঠান্ডা। আম্মান এও তাই ছিল। আবহাওয়া খুব চেঞ্জ হচ্ছিল। এরপর এক নাগাড়ে সপ্তাহ খানেক মেঘলা চলল। সেই সঙ্গে হাওয়া ও ঠান্ডা। আমাকে ডাক্তার দেখাতে হয়নি ভাগ্য ভালো। সুকান্তর হোমিওপ্যাথি ওষুধেই ভাল হয়েছি। সুকান্ত খুব ভালো ছেলে। পাড়ার ছেলে ডাক্তার হিসেবেও খুব ভালো। আমাদের সঙ্গে ও অনেক ওষুধ দিয়ে দিয়েছিল। বোষ্টনে পা দিয়েই কাজে লাগল। ওর সঙ্গে ফোনেও কথা বলে কিভাবে ওষুধ খাবো জেনে নিয়েছিলাম। নির্লমের মাকে (তুলুর বন্ধু) হস্পিটালে ভর্ত্তি করতে হয়েছিল। ঠান্ডা লেগে যা তা অবস্থা। নিউমোনিয়া হয়ে গেল। শুনে আমার খুব ভয় করছিল। যাক এ যাত্রা আমি বেঁচে গেলাম। এখন দেখা যাক কোথায় কোথায় যেতে পারি সামনের শনিবার। আজ তৃতীয় দিন।

যা কিন্তু লিখছি প্রায় সবই ডায়েরীর লেখা থেকে তুলে ধরছি, কিছু কিছু মনে থাকা কথা যোগ করছি। রবিবার ৮ই জুন। আমরা সকলে মিলে সকালে নির্লয়দের বাড়ী গিয়েছিলাম গৌতম নির্লয়ের মাসতুত ভাই এবং তুলুর বন্ধু। নির্লয়দের বাড়ী থেকে দু'খানা গাড়ী করে আমরা গৌতমরা ও নির্লয়রা সকলে মিলে গ্লসটার হারবার এ গিয়ে বীচে নেমেছিলাম। ওখানে নানারকমের ঝিনুক কুড়িয়েছিলাম, জাহাজ ও নৌকা পাস করানোর জন্য সমুদ্রের উপর ব্রীজ আছে সেটা আবার দু'আধখানা হয়ে উপরে উঠে যায় যখন জাহাজ বা লম্বা পালতোলা নৌকা যায়। ছোট নৌকা, স্কুটার নৌকা এমনিই অনায়াসে ব্রীজের তলা দিয়ে চলে যেতে পারে। গ্লস্টার হারবার-এ যাবার আগে আমরা Marble Head গেলাম। ভারী সুন্দর জায়গা। বড়বড় পাথরের উপর সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছিল। গ্লস্টার এর পর আমরা রক পোর্ট, পিজিয়ন কোভ, হেলিবাট পয়েন্ট সব জায়গায় গেলাম সমুদ্রের ধার ধরে ধরে। বলতে গেলে আইল্যান্ডের চারিদিক দিয়ে ঘুরে ঐ ব্রীজের উপর দিয়ে আমরা চলে এলাম। নির্লয়ের বাড়ী পৌঁছে আমরা যে যার বাড়ীতে ফিরে এলাম। ঐ দিন ছিল রবিবার রাত্রে নির্লয়দের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল। কেনাকাটার জন্য মল (যেখানে সর্বস্ব জিনিষ এক সঙ্গে পাওয়া যায়) এ গেলাম। মলের বিভিন্ন নাম আছে। আমরা খুব 'মার্কেট বাস্কেটে' যেতাম। মল অবশ্য আমাদের দেশেও হয়েছে। শনিবার সকাল ১১টায় নির্লয়দের বাড়ী গিয়ে সেখান থেকে গেলাম একটা জঙ্গলে তার নাম Legnn Woods। দু'পাশে বড় বড় গাছ, তার মাঝে খোয়া রাস্তা। প্রায় দু'ঘন্টা হেঁটে বেড়িয়ে ফিরলাম এক পাহাড়ের গায়ে গোলাপ বাগানে। সুন্দর ফুলে সাজানো বাগান, সবুজ লন। গোলাপ গাছের পাতাগুলো একটু অন্য ধরণের ছিল। অনেক ধরণের অর্কিড গাছও মাটিতে বসান ছিল। তারপর ওখান থেকে আমরা গেলাম Mahant Beach-এ। বড় সুন্দর বীচ অনেকটা দীঘার মত। বালিগুলো জমে বসে গিয়েছে। যেন সিমেন্টের মেঝে। ওখানে বসে বসে সকলে মিলে স্ন্যাক্স খেলাম। তারপর ফিরে এলাম নির্লয়দের বাড়ী। সেখানে চা টা খেয়ে গৌতমদের বাড়ী নিমন্ত্রন খেতে গেলাম।

ক্রমশ

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ দান সংগ্রহ কেন্দ্র

পরিচালনায় ঃ অমরাগড়ী যুব সংঘ

অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।

আমরা শুধু অঙ্গীকার চাই না,

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ চাই।

০৩২১৪-২৩৪-১৬৫, ৯৪৩৪৫৬৪৯৪৯

পুজোর আগেই প্রকাশিত হবে

জেলার খবর সমীক্ষার শারদীয়া সংখ্যা

লেখা পাঠান পত্রিকা দপ্তরে

অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া

পিরার ২৬ তম গ্রামীণ পত্রপত্রিকা প্রদর্শণী

১০ই অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর হবে

স্থান ঃ পিরা, মানশ্রী, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

পত্রিকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

পিরা, মানশ্রী, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ও

জেলার খবর সমীক্ষার পত্রিকা দপ্তর

মাইকেল জ্যাকসন ঃ দ্য কিং অফ পপ্

■ ১৯৫৮ সালের ২৯ অগাষ্ট 'কিং অফ পপ্' মাইকেল জ্যাকসনের জন্ম হয় আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের গ্যারিতে। এক অ্যাফ্রো-আমেরিকান পরিবারে জোশেফ ও ক্যাথরিন জ্যাকসনের দশ সন্তানের মধ্যে অষ্টম ছিল মাইকেল। ছোটবেলা থেকেই মাইকেল সঙ্গীতের বিস্ময় প্রতিভা বলে পরিচিত পান। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস তাঁকে পৃথিবীর সর্বকালের সেরা এনটারটেইনার (যে মানুষকে বিনোদন দেয়) বলে অভিহিত করেছে। এই শতাব্দীর অন্যতম বর্ণময় ও প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়েই এবারের শেষ পাতা।

●

মাইকেল জ্যাকসনের থ্রিলার অ্যালবামটি পৃথিবীর সব থেকে বেশী বিক্রি হওয়া অ্যালবাম।

●

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বিক্রির তালিকায় জ্যাকসনের 'অফ দ্য ওয়াল'(১৯৭৯), 'ব্যাড'(১৯৮৭), 'ডেঞ্জারাস'(১৯৯১), 'হিস্ট্রি' (১৯৯৫) অ্যালবাম গুলিও স্থান করে নিয়েছে।

●

মাইকেল ১৩ টি গ্র্যামি এবং মোট ২৮ টি আমেরিকান মিউজিক অ্যাওয়ার্ড জিতেছে যার নজির আর কোনো সঙ্গীত শিল্পীর নেই।

●

জ্যাকসনের ১৩টি সিঙ্গেল প্রকাশিত হয়েছে যা যে কোনো শিল্পীর থেকে বেশী।

●

জ্যাকসন ৩৯টি সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য শুধু অর্থ সাহায্যই করে নি, সেই সব প্রতিষ্ঠানের দূত হয়ে পৃথিবীর নানা দেশে সেবার কাজ করতেও গিয়েছে। এটিকে রেকর্ড হিসাবে গিনেস বুক গণ্য করেছে।

●

১৯৮৪ সালে 'ই.টি. দ্য এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল' ছবির অডিও-বুক-এ গল্প শোনানোর সঙ্গে 'সামওয়ান ইন দ্য ডার্ক' গানটির জন্য গ্র্যামি পুরস্কার পায়।

●

জ্যাকসনের একটা পোষা শিম্পাঞ্জি ছিল যার নাম 'বাবল্‌স'।

●

১৯৮৮ সালে জ্যাকসনের আত্মজীবনী 'মুনওয়াক' প্রকাশ হয়।

●

১৯৮৯ সালে একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর জ্যাকসনকে সর্বপ্রথম 'কিং অফ পপ্' নামে ডাকেন।

●

■ মাইকেলরা ছিল তিন বোন আর সাত ভাই। মাইকেলের বড় তিন ভাই জ্যাকি, টিটো আর জারমাইন মিলে 'জ্যাকসন ব্রাদার্স' নামে একটি ব্যাণ্ড তৈরী করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্থানীয় রেস্তোরাঁয় গাইত। ১৯৬৪ সালে মাইকেল ও আর এক ভাই মার্লন ব্যাণ্ডে যোগ দিলে দলের নাম বদলে হয় 'জ্যাকসন ফাইভ।' প্রথমে জারমাইনের সঙ্গে মিলে একসাথে গান করলেও কিছুদিনের মধ্যে মাইকেলই ব্যাণ্ডের প্রধান গায়ক বা লিড ভোকালিস্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে স্থানীয় একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় জেতার পর 'স্টিলটাউন' নামে একটি রেকর্ড কোম্পানি তাদের অমেকগুলি গানের রেকর্ড বের করে। ১৯৬৮ সালে বিখ্যাত 'মোটাউন রেকর্ডস' তাদের গানের রেকর্ড বার করা শুরু করে। তাদের চারটি সিঙ্গল (যে রেকর্ডে শুধু একটাই গান) সে বছর বিলবোর্ডের সেরা ১০০ গানের তালিকায় স্থান পায়। ১৯৭৫ সালের মধ্যে ব্যাণ্ড ৪০টি হিট গান উপহার দেয় সঙ্গীতপ্রেমীদের।

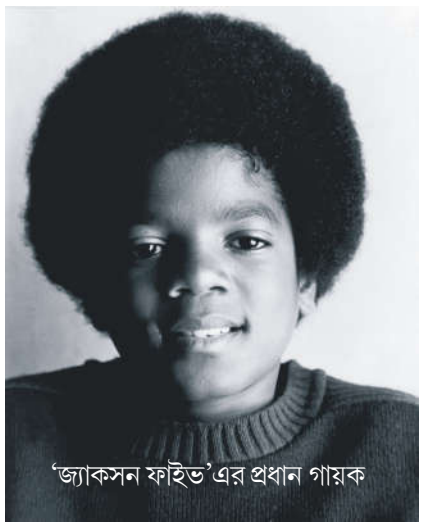
'জ্যাকসন ফাইভ'এর প্রধান গায়ক

■ ১৯৭৫ সালে 'জ্যাকসন ফাইভ' আমেরিকার বিখ্যাত সিবিএস রেকর্ডসের শাখা এপিক রেকর্ডসের সঙ্গে চুক্তি করে কিন্তু জারমাইন মোটাউন রেকর্ডসের থেকে নিজের গান বার করার জন্য ব্যাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়। ছোট ভাই র‍্যাণ্ডি ব্যাণ্ডে যোগ দেওয়ায় জ্যাকসন ফাইভ অক্ষত রয়ে গেল। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তাদের আরো ৬ টি অ্যালবাম বের হয় এবং নানান দেশে অনুষ্ঠান করতে যায়। এই সময়ে তৈরী বেশীরভাগ গানই জ্যাকসনের লেখা। ১৯৭৯ সালে জ্যাকসনের সোলো অ্যালবাম (যাতে শুধু একজন শিল্পীর গান থাকে) 'অফ দ্য ওয়াল' প্রকাশিত হয়। নাচের একটি জটিল মুদ্রা অভ্যাস করার সময় পরে গিয়ে মাইকেলের নাক ভেঙ্গে যায় এবং 'রাইনোপ্লাস্টি' (নাকের অস্ত্রপচার) করতে হয় কিন্তু শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার 'রাইনোপ্লাস্টি' করতে হয়।

■ ১৯৮২ সালে বের হয় 'থ্রিলার'। গানের জগতে এই অ্যালবাম সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। ১৯৮৩ সালে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বিক্রি হওয়া অ্যালবামের স্বীকৃতি পায়। প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই সাড়ে ৩ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে যায়। পৃথিবী ব্যাপি অ্যালবামটির সাড়ে ৬ কোটির বেশী কপি বিক্রি হয়েছে যা সর্বকালীন রেকর্ড। বিলবোর্ড তালিকায় টানা ৩৭ সপ্তাহ ধরে ১ নম্বরে এবং টানা ৮০ সপ্তাহ ধরে সেরা ১০টি গানের তালিকায় অ্যালবামটি ছিল।

'ব্যাড' অ্যালবাম প্রকাশের সময়

■ ১৯৮৪ সালের ৭ জানুয়ারি পেপসি কোলার জন্য একটি বিজ্ঞাপন ছবির শুটিং করার সময় মাইকেলের আগুন লেগে মাইকেলের চুল আর মাথার চামড়া পুরে যায়। এই পোড়ার চিকিৎসা করতে গিয়ে মাইকেল নানান ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়। এই দুর্ঘটনার ধাক্কা মাইকেল সারা জীবনে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পেপসি কোম্পানি তাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেড় কোটি ডলার দেয় কিন্তু সে টাকা নিজের জন্য খরচ না করে ক্যালিফোর্নিয়ার ব্রটম্যান মেডিক্যাল সেন্টারে আগুনে পোড়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য দান করে দিয়েছিল মাইকেল। ড্রাগের নেশা থেকে সচেতন করার জন্য মাইকেলকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন সম্মানিত করেন।

■ গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচেও তার দক্ষতা ছিল অসামান্য। নৃত্যের কিছু বিশেষ মুদ্রা ও ভঙ্গি ছিল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট। ১৯৮৩ সালের ২৫ মার্চ 'মোটাউন ২৫ ঃ ইয়েসটারডে, টুডে, ফরএভার' অনুষ্ঠানে প্রথমবার মঞ্চে 'বিলি জিন' গানের সঙ্গে 'মুনওয়াক' নামের নাচটিতে বিস্ময় সৃষ্টি করে। যেন মাধ্যাকর্ষণহীন স্থানে সামনে এগোতে গিয়ে ক্রমশ এক অদৃশ্য টানে বিপরীত দিকে পিছিয়ে চলেছে, এমনই অদ্ভুত নৃত্য মঞ্চে তুলে ধরেছিল মাইকেল। নাচেতে তার জুড়ি ছিল না। এছাড়াও মঞ্চে নাচতে নাচতে সামনের দিকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে হেলে যাওয়া এবং ঐ অবস্থা থেকে আবার সোজা হয়ে যাওয়ার মতো অবিশ্বাস্য কসরত দেখাতে দেখা গেছে বার বার।

■ ১৯৮৮ সালে জ্যাকসন ক্যালিফোর্নিয়ায় তার স্বপ্নের প্রাসাদ 'নেভারল্যাণ্ড' বানায়। পিটার প্যানের গল্পের সেই স্বপ্ন রাজ্যকে বাস্তবে তুলে এনেছিল মাইকেল নিজের বাসস্থান হিসাবে। তিন হাজার একর জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই স্বপ্নপুরীতে 'ফেরিস হুইল', 'কারুসেল', 'জিপার', 'অক্টোপাস', 'জলদস্যু জাহাজ', প্রভৃতি মজাদার সব নাগরদোলা ও অন্যান্য খেলা।

■ ছোটবেলায় মাইকেলের চামড়ার রং বাদামি হলেও আশির দশকে চামড়ার রং বদলে যেতে থাকে। মাইকেলের ভাইটিলিগো ও লুপাস নামে দুটি চামড়ার রোগ ধরা পরে। এই দুই রোগের চিকিৎসায় চামড়ার রং একেবার বদলে যায়। চিকিৎসা বিভ্রাট যেমন নানা গুজবের জন্ম দিয়েছে তেমনি তাকে সারা জীবন ব্যতিব্যস্ত করে গেছে। শেষ পর্যন্ত ওষুধের অতিরিক্ত মাত্রার জন্যেই ২০০৯ সালের ২৫ জুন মাত্র ৫০ বছর বয়সে মাইকেলের মৃত্যু ঘটে।

— জহর চট্টোপাধ্যায়।

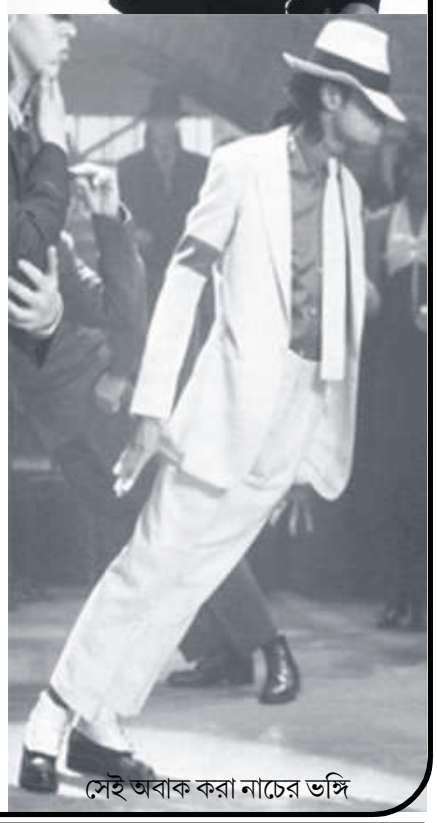
সেই অবাক করা নাচের ভঙ্গি

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.
Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148